THE EMPRESS OF INDIA

A POEM IN BENGALI

PEARY CHURN DOSS

ভারতেশ্বরী

কাব্য,

শ্রীপ্যারীচরণ দাস প্রণীত ।

অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষু পরাজিতাঃ ।
ইংরেজা নববট্পঞ্চ লণ্ডুজাশ্চাপি ভাবিনঃ ॥
মেরুতন্ত্রম্ ।

শ্রীহট্টস্থ

শ্রীহট্ট—প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীকুশরাম দত্ত কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল ।

১লা জানুয়ারী, ১৮৭৭ ইং । ১৮ই পৌষ, ১২৮৩ বাং ।

ভারতী-বীণা-বাদক

কবি

শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

(ভারতভিক্ষার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে)

এই

ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ খানি

(রূপেগুণে যৎসামান্য এবং অনুপযুক্ত হইলেও)

গ্রন্থকারের যথাসাধ্য উপকরণ

বিবেচিত হইবে প্রত্যাশায়

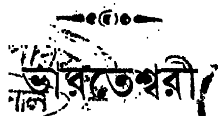
তৎকর্ত্তৃক

সাদর সম্ভ্রমে

অভিজ্ঞান পুষ্পাঞ্জলি উপহার

স্বরূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

INDIÆ IMPERATRIX.



ভারতেশ্বরী

জয় জয় মহা রাণী বিক্টোরিয়া
ভারত-ঈশ্বরী সুধন্যা জয়
ভারতের দিক্ দিগন্তে আজি গো
সকলে তোমারি বলিছে জয়
নূতন বৎসরে, নূতন শোভায়,
ভারত-ঈশ্বরী নূতন নামে
সাজিলে গো তুমি; এমন সাজন
আর কারে সাজে উরূপা ধামে?
ইংলণ্ডের রাণী আর কি গো আর
বলিব আমরা ভারতবাসী?
ওনাম আমরা ভারত সন্তান
মুখে না আনিব, স্বরূপ ভাষি।
রাজ রাজেশ্বরী ভারত-- ঈশ্বরী
ডাকিব তোমারে নিয়ত এবে
ভাবিব না দূরে আগেতে যেমন
ভাবিব এখন নিকটে সবে।
ইংলণ্ডের রাণী বলিবনা আর,
ভারত-- ঈশ্বরী ডাকিব এবে;
ইংরাজের রাণী না বলে এখন

আমাদের রাজ্ঞী বলিব সবে ।
বড় মিঠা কথা ভারত—ঈশ্বরী
কুইন যেমন কেমন রুঠে,
ভারত-ঈশ্বরী বলিতে আনন্দে
হৃদয়ের তন্ত্রী নাচিয়া উঠে ।
ভারত গৌরব আর্য্যের সন্তান
ভারত কলঙ্ক বাঙ্গালী মোরা,
হিন্দুস্থানী, শিক, তৈলঙ্গী, দ্রাবিড়ী,
মহারাষ্ট্রী, পার্শী, মস্লেম, গোরা;—
হিন্দু মুশল্মান খ্রীষ্টান যতেক
আনন্দ অপার সবারি আজ,
ভারত ঈশ্বরী, —ঘোষিত ভুবনে—
প্রধান মহান উঁপাধি রাজ ।

(২)

বাজারে দামামা নাগরা দুন্দুভি
তূরী ভেরী শাঁখ ঝাঁঝর কাঁশি
ত্রিতন্ত্রী খঞ্জরী তানপূরা বীণা
মুরজ মন্দিরা বেহালা বাঁশী ।
কেহবা মধুর তান লয় মানে
গাওরে সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী জয়,
কেহ জগঝম্পে বরষি অমৃত
নির্ঘোষ তাঁহার মহিমা চয় ;
বৃটিশ ললনা—ভারত ঈশ্বরী

এ নব কাহিনী গাওরে গানে,
ভবের ইন্দ্রাণী বিক্টোরিয়া রাণী
ভারত লক্ষ্মীর করুণা দানে;
ঢাক ঢোল খোল খরতাল রাবে
কর সংকীর্ত্তন গুণের তাঁর,
উড়ায়ে পতাকা সুনীল অম্বরে
প্রীতি রাজ ভক্তি দেখাও আর

(৩)

উজল আলোক মালার আভায়
পথ ঘাট মাঠ ভারতবাসি,
প্রাচীনা যুবতী বালিকা সঙ্গেতে
জ্বালাও প্রাঙ্গণে প্রদীপ রাশি;
অগ্নির অক্ষরে প্রত্যেক তোরণে
লিখহ ভারত- ঈশ্বরী নাম,
সাজাও তাহারে কুলবধূগণ
গাঁথিয়া সুন্দর কুসুম দাম।
দেও রামাগণ, হুলাহুলী রঙ্গে
গায়িয়া গীতিকা গুণের তাঁর
মধুর স্বরেতে মনের হরিষে,
কেননা নারী সে, ভারত যাঁর;
গাও গীত বামে, তেইলো মাতিয়া
তোমাদের সঙ্গে তুলনা কার?
লহরী ললিতে গাও জয় তাঁর,

কেননা নারী সে, ভারত যাঁর।
রচ আলিপনা প্রতি ঘর দ্বারে,
দোলাও সুন্দর শ্যামল রাম--
তুলসীর মালা, রম্ভা তরু রোপি
রাখ পূর্ণকুম্ভে চ্যুতাগ্র ঠাম।

(৪)

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি হিন্দুগণ
স্মরিওনা গত কাহিনী যত;
ফেলিওনা অশ্রু——ললাট লিখন,
হিন্দু রাজ গণ, রাজ পুত শত,
যাও ইন্দ্রপ্রস্থে (এবে দিল্লীপুর)
পূর্ব্বে রাজ সূয় করিলা যথা
রাজ চক্র বর্ত্তী রাজা যুধিষ্ঠির,
পুনঃ রাজসূয় হইবে তথা।
গিয়াছে সেদিন! স্মরিওনা আর
সুরেশ মান্ধাতা, ভার্গব রাম,
অজ দশরথ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন,
অব্যর্থ ধানুকী লক্ষণ রাম;
দুষ্মন্ত, ভরত ভারত ভূষণ,
ভীষ্ম দ্রোণ ভীম অর্জ্জুন রথী,
জরাসন্ধ শৈল কর্ণ দুর্য্যোধন,
ধীর যুধিষ্ঠির ধরমে মতি;
মত্ত গজারোহী ভগদত্ত বীর,,

শূর সিংহ শিশু সুভদ্রা সুত,
বিক্রমে আদিত্য বিক্রম--আদিত্য ,
অগণ্য নৃপতি ধানুকী যূথ;
কিকাজ স্মরিয়া পুরু পৃথু রাজ
শিবজী রণজিৎ ভীমসিংহ বীরে,
গিয়াছে সেদিন সেই শূরগণ
ধূমকেতু রূপী সমরে ঘোরে।

(৫)

আর মুশল্মান, সুল্তান মামুদ
বাবর তৈমুর শের শা কোথা ?
হুমা আকবর আলা আরঞ্জেব
নাদির স্মরণে এনো না হোথা;
হাহাকার করি কাঁদিওনা স্মরি
দিল্লী দরবার, পাদিশা গত,
মোগল পাঠান সৈয়দ মৌলবী
মুসল্মান কাজী দর্বেশ যত।
বাও দিল্লীপুরে আনন্দ অন্তরে,
গাও উচ্চস্বরে সুযশঃ তাঁর,
ভারত--ঈশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী
এসংবাদ লোকে শোনাও আর।

(৬)

হো বাদক! বাজা পুনঃ একবার
মধুর এস্রাজ শুনিরে কাণে,

অদূরে সারঙ্গ সেতারা মুরলী
 সুধা সপ্তস্বরা পূরিয়া তানে;
বাজারে আবার পটহ ডমরু
 তালে তালে দ্রুত দ্রুগড় তাসা,
বাউলীয়া ভুঙ্গী, রাখালীয়া শিঙ্গা,
 সজোরে বৃটিশ বাজনা খাসা;
নবাবী নহবৎ চারি দ্বারোপরে
 মত্ততা মাদক রসের ভরা,
সুদূরে বাজারে পাখোয়াজ কাড়া
 রবাব কাঁশর তুম্বুকী ঘোরা;
দাগরে কামান ঘন ঘোরারবে
 জিনিয়া জীমূত মন্দ্রিত নাদ,
রাজগণ দিল্লী দোয়ারে আইল
 অনেক দিনের পূরায়ে সাধ ।

(৭)

হো নিষাদি সাদি ! সাজি রাঙ্গা সাজে
 বাহিংহ দ্রুত দিল্লীর পথে,
আশু বাড়ি রথি, ভূপতী সমাজে
 আন গিয়া তুলি আপন রথে;
রে পুলিষ ! উঠ্ জড়তা ছাড়িয়া
 দাঁড়া দ্রুত দর্পে পথের ধারে,
দিস্‌নে লোকেরে মধ্যপথে যেতে
 চলিস্ মেরে মূঢ় ঘুমের ঘোরে;

হাঁকাবি সবারে তাড়াবি দর্শকে
গোল হলে পথে কাজটী যাবে,
সেলাম করিবি হাত বাড়াইয়া
রাজা যবে আঁখি তুলিয়া চাবে;
যে যাবার যাক্ পথ পার্শ্ব দিয়া
রাজগণ সুধু মাঝেতে যাবে,
রজোহীন পথ রাজাদের লাগি,
খেদাবে অপরে; ইনাম পাবে?
হো দর্শক ভ্রাতঃ! ধরহ বচন
চারিদ্বার শীঘ্র নির্জ্জন কর,
ছাড়ি দেও পথ, এল নৃপগণ,
দাঁড়াইয়া দূরে নয়নে হের।

(৮)

আইলা কৌতুকে তাজি তুরঙ্গমে
কাবুল কাস্‌গর পশ্চিম হতে
সুধা মধুরিমা মেওয়া লইয়া
বিষম দুর্গম পাহাড়ী পথে;
খিলাতের খাঁন কুব্জ পৃষ্ঠ উটে
পিহিত সর্ব্বাঙ্গ রোমজ বাসে
ঘর্ঘর 'বোলান পাশ' পাড়ি দিয়া
দিল্লী দরবার দেখার আশে;
গন্ধর্ব্ব নগর কাশ্মীর হইতে
কাশ্মীর নৃপতি কৃপাণ হাতে

সুবর্ণে জড়িত শাল গায় দিয়া
ঝক্ মকি জ্বালি কীরিট মাথে,
সঙ্গেতে অপ্সরা সিধু সিক্ত মুখী
ফুটন্ত কমল কাশ্মীর সরে
চঞ্চল চরণে নাচিতে আইল
গাইতে গজল্ পঞ্চম স্বরে।

(৯)

চম্বা গুলেরিয়া গুলোদ্যান ত্যজি
শতঘ্নী নারাচ লইয়া করে,
মেলর কোট্‌লা লোহারু মন্দীর
•তৌদী শিমলা ত্রিশূল ধরে,
দোজনা ফরিদকোট আওয়ান,
পুর ভাওয়াল, •কর্পূর তলা;
খাল্‌সা সর্দ্দার রণ মহামার
ভুবন বিদিত সুযশঃ কলা,
পাতিয়ালা নাভা ঝিন্দ মহারাজ
দীর্ঘ কেশী শিক্ শক্রুর সনে,
নেপালী সেনানী সঙ্গে অগণন
গোরক্ষ বাহিনী বিজয়ী রণে;
সিকিম ভূমিপ, ভোট ধর্ম্মরাজ
রঙ্গিলা ভোটীয়া অনীক সাথে;
মৈসুর নিজাম বরদা ভূপতি
মণিময় চারু মুকুট মাথে।

১০

মধ্য ভারতের সংগ্রাম কেশরী
সিন্ধিয়া, হুল্কর ইন্দোর ছাড়ি,
ভূপালী বেগম রমণী রতন
সঙ্গে বামা সৈন্য চটুলা চেড়ী;
রট্লম, বিজয়া, সম্পথর শূলী,
ধার, দেওয়া দুই, ঔর্চ্চা (টিরী),
আর্য্যগড় বীর, শিরকারি রাজ
অব্যর্থ সন্ধান বন্দুক ধারি;
রেওয়া ধুতিয়া পান্নার অধিপ,
লাল ধ্বজা তুলি নবাব জৌরা;
রাজ পুত নার হিন্দু সূর্য্য বলী
পাঁচ হাতিয়ার সাঁজোয়া পরা
জয় যোধপুর মহারাজ রণী
চতুরঙ্গে সঙ্গে সামন্ত নানা,
যবন মর্দ্দন সমর শার্দ্দূল
উদয় উদয়পুরের রাণা;
বুঁদি বর্শাধারী, কার্ম্মুকী কেরোলী,
ওলয়ার রাও, ঝৈলর শূর,
টঙ্ক টাঙ্গী পাণি, ক্ষেত্রী কৃষ্ণগড়ী,
ঢালী ধোল, ভল্লী ভরত পুর।

(১১)

বোম্বাই হইতে কোলাপুর রাজা

সুনীল কেতন কৌতুকে ধরে,
খৈর পুরী খাঁন লম্বা দাড়ি নাড়ি,
কচ্ছ রাও রণী কুঠার করে;
নাও নগরিয়া জাম জুতা ছাড়ি
সেলামে নিরত দুহাত ভালে,
সিন্ধু প্রদেশের মীর দেখাইয়া
আদব কায়দা নবাবী চালে,
রতন মণ্ডিত শিরস্ক শিরেতে
ভাও নগরিয়া ঠাকুর এল,
অর্দ্ধচন্দ্র ধ্বজা তুলি জুনাঘর
দৌড়িয়া দিল্লীতে হাজির হল;
আইল ইন্দোর, রাজিয়া, পিপলা
সর্ব্বঙ্গে জরীর বসন পরি,
ঝল্লিরা, বাড়িয়া, সোয়াস্তারী রাজা,
নবাব রাধণ পালন পুরী,
রাণা লুনায়ারা, দ্রাঙ্গ্দার রাজা,
বালাসিনোরিয়া নবাব বাবী
কত বিলাসিনী রঙ্গিণী সঙ্গেতে
আয়ত লোচনা বালেন্দু ছবি,
প্রমোদ উদ্যানে সঙ্গিনী সকাশে
জ্যোৎস্নাময়ী নিশি রহস্যে গত
একত্রে শিশির শিকরে বাসিত
ফুল বধূমুখ চুম্বনে রত;

ছোট উদীপুর রাজা তার পরে;
ওদিগে আইল মান্দ্রাজ হতে
ত্রিবাঙ্কোর রাজা, কোচিন নৃমণি,
বহুক্লেশ পেয়ে দিল্লীর পথে;
স্মিত সুধাধরা চির মধু মুখী
মঞ্জুল গমনা তঞ্জোর শশী
উদ্‌গম যৌবনে অতৃপ্ত বাসনা
জ্বলন্ত আগুনি রূপের রাশি,
গোলাপ গঞ্জিত রক্তিম কপোল
কনক চম্পক বরণ তনু
ছায়ার মতন সহস্র সঙ্গিনী
শততঃ নারীরা ধরিয়া ধনু
তঞ্জোর নগরে কুসুম কাঁননে
পর্ব্বতে কন্দরে গহন বনে,
কভু ভয়ঙ্করী ভীমা অসি করে
নাচে জন্মভূমী রক্ষণে রণে;
উত্তর--পশ্চিম--প্রদেশ হইতে
গড়োয়াল রাজা আইল সাজি,
রামপুর হতে নবাব ধাইয়া
সঙ্গেতে উজির নাজির কাজী;
মধ্য দেশ হতে খারন্দ, বামরা,
রৈরাখোল সোনপুরের রাজা,
রায়গড়, চিন খান্দন আইল,

নন্দগাঁ কন্দকা মহন্ত সাজা

(১২)

সুশ্যামাঙ্গ শ্যাম সিন্ধু পাড়ি দিয়া
পাঠাইলা দূত প্রভূত ঠাটে
সঙ্গে ভীমসেনা ভিন্দিপাল ধারী
দেখাতে কৌশল দিল্লীর মাঠে,
সুপ্রসিদ্ধা পুরা স্ত্রীসেনা আইল
সর্ব্বাঙ্গে সোনার সাঁজোয়া আঁটা ;
বামে বৈজয়ন্তী ডানিকরে অসি ,
বামেতর স্তন পীবর কাটা ;
শ্বেত হস্তী পৃষ্ঠে প্রতিভু বর্ম্মার
বর্ম্মী বর্ম্ম চমূ আইল সঙ্গে ,
টাটু ঘোড়া চড়ি মণিপুর হতে
বহু মণিপুরী আইল রঙ্গে ।

(১৩)

স্তব্ধে তোপ ধ্বনি দিল্লী দুর্গ চুড়ে
বিরন্দা বীরেন্দ্র নিঃশব্দে গেল ,
ক্রমে আলীপুরী, পল্‌দেও, জোরী,
জাগীর্দার মধ্য প্রদেশী এল ;
উত্তর-পশ্চিম হইতে আবার
আইল কর্ণাল কাশীর ভূপ,
খজ্জী মৈনপুরী, অর্গল, কেরোলী,
মুর্শান লক্ষণা কীর্ত্তির কূপ ;

বিশ্ববিমোহিনী রূপেতে সাজিয়া
আইলা বিজয় গড়ের রাণী
রমা পৃথ্বীরাজ কুমার সুন্দরী
প্রফুল্ল আননে মধুর বাণী,
ইন্দিবরাননা সুধা সিক্ত মুখী
আশৈশব সখী সোহাগী যত
একত্রে শয়ন একত্রে ভোজন
একত্রে সভায় সমরে গত;
রাণী বেতসাল কুমার আইলা
আঘরী বর্হার রমণী মণি,
রূপে গুণে কুলে আছে কি তুলনা?
এতিনে ভুবনে অতুলা ধনি,
বেণু বীণা যোগে তান লয় মানে
বিগত-প্রণয়-সংগীত পরা
সঙ্গে সুলোচনা শত সহচরী
বিভাব মাদক রসের ভরা;
সুদীর্ঘ কুন্তলা যৌবনে যোগিনী
রুচির মুখের মোহন হাস
এল বিনোদিনী রাণী বৈষ্ণী ধনি
তড়িৎ বরণ বরাঙ্গ ভাস,
কভু একাকিনী বন বিহারিণী
কাননে কন্দরে নির্ঝর তীরে,
বন ফুল চয়ি কভু গাঁথি মালা

অলকান্ত তুলি ভূষণ শিরে।

(১৪)

আর বাঙ্গলার—(চির বধূ মুখী
নিরস্ত্রা মানিনী)— যাইল যাঁরা,
বলিব কি নাম ? কেনবা বলিব !
পর পদানত শততঃ তাঁরা ;
যা হৌক কহিব , আইলা সর্ব্বসা ,
ধনী বর্দ্ধমান , বিহার রাজা ,
ডুম্রায়ণ , দরভাঙ্গার অধিপ ,
হাতোয়ার , জয় মঙ্গল তেজা ;
কিন্তু এক রাজা এল সর্ব্ব শেষে ,
বহু অগ্রগণ্য গণনে গুণি
ছিল পুরাকালে যে ভীম প্রহারী
রণভূমে , আশা , হইবে পুনি ,
ত্রিপুরার পতি সঙ্গে নাগা কুকি
' বিষম সমর বিজয়ী ' খ্যাতি
পূর্ব্বে রাজ সূয়ে দিলা যুধিষ্ঠির
রত্ন সিংহাসন ধবল ছাতি ;
কত কব নাম আইল যতেক
রাজসূয় যজ্ঞে দিল্লীর দ্বারে
মহারাজ , রাণা , রাজা ও নবাব ,
রাজ্ঞী প্রতিনিধি ডাকিলা যাঁরে

(১৫)

ঘোর গণ্ডগোল আজ দিল্লী পুরে
সভাকার মুখে কলিত জয়,
'ভারত-ঈশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী'
ভারত ভরিয়া ধ্বনিত হয়;
যাবে দিল্লীপুরে? কে যাইবে চল
রাজস্থয় যজ্ঞ ইংরাজ পর্ব্ব!
দেখিব কৌতুকে ভারতবর্ষের
ঐশ্বর্য্য গরব একত্র সর্ব্ব।
বিন্ধ্যাচল সম হিন্দু রাজ রণী
দেখরে সম্ভ্রমে নোয়ায় শির
ভারত ঈশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী
অবাদে এখন হইল স্থির;
দুর্দ্দম মুশ্লেম গ্রীবা করি নত
দুহাতে সেলামি হাজার বার
ভারত-ঈশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী
স্বীকার করিল প্রধানা তাঁর;
শবদিল তোপ এক শত এক,
পিধান হইতে খুলিল অসি
ঝঞ্চনি সিপাহী, ' জয় ভারতেশী "
ভৈরব আরবে পূরিল দিশি।

(১৬)

উঠিলা লিটন প্রতিভূ রাণীর
ভারত নক্ষত্রে ভূষিত বক্ষ,

সম্বোদিয়া রাজ রাজেন্দ্র সমাজে
কহিলা " ঈশ্বর রাণীরে রক্ষ! "
"আজি শুভ দিন উৎসবের দিন
হবেকি ভারতে এদিন আর ?
বিক্টোরিয়া রাণী উপাধি লইলা
' ভারত ঈশ্বরী নামেতে তাঁর;
সুদূরে ভারত ঈশ্বরী হইতে,
সুদূরে ঈশ্বরী ভারত হৈতে
ছিলা এত দিন, সুখের মিলন
আজি হতে হল ভারত হিতে;
সুদূরে ভারত সুদূরে ঈশ্বরী
গেল এত দিন কেবল দুঃখে,
কোথায় তোমার ঈশ্বরী ভারত ?
এপ্রশ্নে থাকিত অনত মুখে;
এখন জিজ্ঞাস ? ত্যজি রত্ন হার
দেখাবে ভারত গৌরব সুখে
' ভারত ঈশ্বরী' অপূর্ব্ব ভূষণ
(ভৃগুপদ চিহ্ন) পদাঙ্ক বুকে;
হিমালয় স্তূপ ভারতের ধন
হীরা মণি মুক্তা জঙ্গলে জলে,
ভুবনে বিভব গৌরব পূজিতা
ভারত বৈকুণ্ঠ অবনিতলে,
তেই লোলভিত ভূলোকের লোক

লভিতে ভারত বৈকুণ্ঠ ধামে,
চির বীর প্রসূ বীরের জননী
বীর ভূম যাঁয় প্রত্যেক গ্রামে;
দেখ পুরাকালে ভারতের নামে
রিপুকুল প্রাণ ত্রাসিত ত্রাসে,
দারা সেকন্দর খালিফা ওমার
এসেছিল যাঁরা সংগ্রাম আশে
হারি মানি গেল সমর আহবে
বিমুখিল সবে আর্য্যের সুত
সবে ভীমরথী ভীম প্রহরণ
শক্তি যমদমী সাহস যুত;
যাঁর সিংহ নাদে কাঁপিত মেদিনী
সংগ্রাম কৌশলে দানব দল,
নহে হীন বীর্য্য সে আর্য্যের সুত
অপ্রমিত সদা বাহুতে বল,
আজিও তাঁহারা দ্বেষ হিংসা ছাড়ি
ভাই ভাই মিলে একত্র হলে
হাতী সম বৈরী গুড়ি পদতলে !
ফেলে দিতে পারে সাগর জলে;
উঠে যদি সবে একত্রে আস্ফালি
নিশিত কৃপাণ ধরিয়া করে,
ভারত উদ্ধারে কোন্ ছার কথা
ভুবন দলিবে নিমেষ ভরে,

পলকে প্রলয় এখনি হইত
ভারত উদ্ধার হেলায় সাধা
ভাই ভাই মিলে হলে এক বল
ভেদ জ্ঞান পাপ নাদিলে বাধা—
এমুহূর্ত্তে যদি থাকিত ভারত
দুর্দ্দান্ত গোবধী যবন করে।
জানি আমি সব, আমাদের বশ
শুদ্ধ রাজভক্তি প্রীতির তরে;
ভারত বিদ্যায় জগৎ শিক্ষিত
ভারতের জ্ঞানে জগৎ জ্ঞানী
ভারতের বেদ ভারতের বিধি
ভারতের প্রথা সকলি মানি;
কল্পনা কাব্যের [কবি কি না ?] আমি
কত কব মুখে গুণের কথা,
শরৎ বসন্ত স্বর্গ ফুল ফল
সিন্ধুমথা সুধা একত্র তথা।

(১৭)

কিন্তু ভারতের কোন দেব রুষি
কি পাপে জানিনা যবন করে
বিসর্জ্জিলা তায়, হৃত শোভা প্রভা
চূর্ণিত কীরিট পদের ভরে!
যা হৌক হয়েছে অতঃপর আর
হবেনা দুষ্টের কবল গত

রাজ রাজেশ্বরী ইংলণ্ডের রাণী
হইলা ভারত ঈশ্বরী খ্যাত
এখন অবধি ভারত ঈশ্বরী
দুঃখাশ্রু ফেলিবে ভারত দুঃখে,
সৌভাগ্য সম্পদ একত্রে বাড়িবে
রহিবে কুশলে স্বচ্ছন্দে সুখে,
রাজ্ঞীর মঙ্গলে ভারত মঙ্গল,
ভারত শাসন ভারত তরে,
দেখিলে স্বতন্ত্র শাসন সক্ষম
হতে পারে ছেড়ে যাইব ঘরে;
ভারত ঈশ্বরী থাকুন মঙ্গলে
সকলে সম্ভ্রমে নোয়াও শির
ভারত ঈশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী
অবাধে সম্প্রতি হইল স্থির।

(১৮)

খুলিলা কিরিচ প্রতিভূ লিটন
ঝলসিয়া দিগ্ অমিত তেজা,
রাজ্ঞীর গৌরবে সকলে গর্ব্বিত
দাঁড়াইলা উঠি সকল রাজা,
ঝঞ্চনিয়া দ্রুত খুলিলা কৃপাণ
আহূত যজ্ঞের নৃপতি চয়
জলদ গম্ভীরে কহিলা সকলে
" ভারত ঈশ্বরী সুচির জয়!

ভারত ঈশ্বরী মঙ্গলে মঙ্গল
তাঁহার বিপদে বিপদ জ্ঞান
করিব সকলে শপথ সবার
না হইবে আন থাকিতে প্রাণ,
যত দিন রক্ত আর্য্যের শিরায়
বহিবে, রহিব গৌরবে আর
ভারত ঈশ্বরী অধীন থাকিব
অদ্যাবধি এই করিনু সার;
কার সাধ্য আর আইসে ভারতে
ধূলী সমগুড়া করিব ধরে,
কি কাজ তা ভাবি? বল্‌রে সকলে
জয় জয় জয় সমুচ্চ স্বরে।”
বাজারে দামামা নাগরা দুন্দুভি
তুরী ভেরী শাঁখ ঝাঁঝর কাঁশি
ত্রি-তন্ত্রী খঞ্জরী তানপুরা বীণা
মুরজ মন্দিরা বেহালা বাঁশি,
নাচ্‌লো লাসিনি খঞ্জন গঞ্জিয়া
মঞ্জুল মঞ্জীর সিঞ্জিত পদে,
মাতালো মোহিনি মহীপ মণ্ডলে
মধু কলকণ্ঠ স্রবিত মদে;
জয় জয় জয়, ভারতের জয়,
ভারত ঈশ্বরী জয়শ্রী জয়
হোক ভারতের, গাও ভারতের

জয় জয়, তাঁর ঈশ্বরী জয়;
বিদীর্ণ দিল্লীর গগন প্রাঙ্গণ
নৃপ জয় ধ্বনি গভীর রবে,
পূর্ণ রাজসূয় যজ্ঞকুল রাজা
নেউটিলা বাসে ভূপতি সবে;
যথা যোগ্য দিয়া ভোজ্য অর্ঘপূজা
দেয় নাই যাহা আগেতে কভু,
"ভারত নক্ষত্র" ভূষণে ভূষিয়া
বিদাইলা ভূপে ভারত প্রভু।

(২০)

আইলা রজনী নীলাম্বরে সাজি
মণিরত্ন তারা অঞ্চলে জ্বলে,
প্রশস্ত ললাটে চন্দনের বিন্দু
বাম করে ধীরে ব্যজন দোলে
দক্ষিণে দেউটি; দেখিয়া সম্মানে
জ্বালিলা ভারতী প্রদীপ ঘরে,
হুলাহুলী দিলা পৌলোমী কমলা
ভারত ঈশ্বরী মঙ্গল তরে;
শীতল সুধীর সমীর বহিল,
ভারত ভুবন আগুন ময়!
দীপ্ত দীপাবলী পথে হাটে মাঠে
ঘাটে ঘরে দ্বারে প্রাঙ্গণে রয়;
কাতারে কাতারে দিল্লীর চৌধারে

দ্যোতিল গ্যাসের উজ্জ্বল আলো,
জিনিয়া অমরা ত্রিদিব সুন্দরী
জ্যোতিষ্মান্ আজ দিল্লীর ভাল;
জনস্থান গিরি করি তোল পাড়
ছুটিল গগনে হাউই জাল,
ঘোরারবে ব্যোম বুরুজ হইতে,
উড়িল বিমানে ফানুশ লাল;
আকাশ বাজীর অগ্নির অক্ষরে
লিখিত ভারত ঈশ্বরী নামে
জনশ্রুতি বুড়ী শুনাইল গিয়া
কুল বালা বধূ গৃহিণী গ্রামে,
না রহিল বাকি কোথা একজন
যে নাহি শুনিল নামের কাড়া,
বালবৃদ্ধ যুবা, বালা বৃদ্ধা যুবী,
সবাকার কাণে পশিল সাড়া।

(২১)

শুন গো জননি ভারত ঈশ্বরি
এত যে হাসিছে ভারত আজ
তোমারি গৌরবে গৌরব মানিয়া,
নাচিছে ফেলিয়া শতেক কাজ,
সবাকার মুখে যে আশীস্ বাণী
নিরখি তোমার নূতন সাজ,
দীর্ঘজীবী হও সকলেই বলে

চিরকাল থাক্ তোমার রাজ;
কেননা জননি ভেবেছে সকলে
বাড়িবে সবার সমৃদ্ধি সুখ
ভারত ঈশ্বরী উপাধি গ্রহণে,
দেখিয়া উজ্জ্বল তোমার মুখ,
তেইগো জননি ভারত ঈশ্বরি
বিনয়ে জিজ্ঞাসি একটী কথা
তুমি কি ঘৃণিবে এদেশীরে আর
তোমার স্বজাতি ঘৃণে গো যথা।

(২২)

যত দিন থাকি জীবিত ধরায়
যত দিন রাজ্যে থাকিব তব
ততদিন গুণ গাইব তোমার
প্রীতি ভক্তি নীরে ডুবিয়া রব,
তুমিও আদরে ভারত সন্তানে
রেখ মা রাজিব চরণ তলে,
বড় দীন হীন তাহারা সংসারে
কিন্তু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সকলে বলে,
শিষ্ট শান্ত সভ্য ভারতের লোক
সুধীর সুশীল নিরিহ সবে
বলবীর্য্যবান সুসাহসী সদা
তবু ভিরু বলি সাহেবে রবে,
দেখ মা পাঠায়ে কভু রঙ্গাঙ্গণে

পারে কি না পারে জয়িতে রণে
নিষ্কাসিয়া অসি পশিয়া সংগ্রামে
দলিবে তোমার বিপক্ষ গণে,
যমদমী রূপে হুহুঙ্কার ছাড়ি
মুহূর্ত্তে আসিবে অরাতি নাশি
বাহুবল রথে বুদ্ধির সারথী
বাঙ্গালী অর্জ্জিবে সুযশঃ রাশি।

([illegible])

এ ভারত মাতঃ ছিল পুরাকালে
পরা রোম গ্রীশ হতেও মানে,
বীর বীর্য্য বলে, শাস্ত্র আলাপনে,
মাতাইত ধরা বেদের গানে;
শুনিতে আসিত রোম গ্রীশ চিন
আগম নিগম পুরাণ কথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে
ভারতের বিধি, ভারত প্রথা;
কোথায় ছিল মা ষড় দরশন
জ্যোতিষ গণনা স্মৃতির বক্তা,
ছ রাগ ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গীতে,
নর্ম্মদা চৌষট্টি কলায় রক্তা;
এ দেশের শৈল হৈম হিমালয়
তুঙ্গ শৃঙ্গ যাঁর মেঘের কোলে,
এ দেশের নদী প্রসন্ন সলিলা

জাহ্নবী বাহিতা সাগর জলে ,
এ দেশের পত্নী চির পতিব্রতা
বিলাস বাসনা রহিতা আর ,
স্তন পান যাঁরা করায় সন্তানে
পতির শুশ্রূষা কণ্ঠের হার ,
তুলী আঁকা ভুরু কৃষ্ণোজ্জ্বল আঁখি
মঞ্জু কেশী বালা বিম্বোষ্ঠী সবে ,
কাঞ্চনের কান্তি সুকুমার দেহে
—নিত্য স্নাত ; স্নেহ স্বরূপা ভবে ।

(২৪)

স্বর্গ সুধা সম মিষ্ট তার ফল
যে দেশে নিয়ত ফলিত ভালে,
যে দেশে প্রথমে দেখা দেয় উষা
পরাতে সিন্দূর মহীর ভালে ;
স্নানি বর বপু মন্দাকিনী নীরে
প্রবেশি মন্দিরে নন্দন বনে,
খুলি স্বর্ণ দ্বার গবাক্ষ তাঁহার
দর্পণে নেহারে আপন মনে
ইন্দু মুখ খানি বিনোদিনী রতী
পরায়ে কাণেতে কনক দুল
পূর্ব্ব মুখে বসি ওদিগে শুকায়
স্বর্গীয় কীরণে চাঁচর চুল;
সে মুখ দর্পণ ভাতি সমুজ্জ্বল

গবাক্ষ ভেদিয়া আইসে যথা
মানব নিকর প্রভাতে উঠিয়া
তেই পূর্ব্ব মুখে প্রণমে তথা;
কিম্বা অপ্সরসা স্বর্গ দ্বারে বসি
কৌতুকে মুকুর লইয়া হাসি
নর্ম্ম কেলি করে যে দেশের সহ
সে দেশে নিবসে ভারত বাসী ;
এ সুখ ভারত তাহার ঈশ্বরী
হইলে গো তুমি ইংলণ্ড রাণি,
করিও ভারতে লালন পালন
বলিও মুখের মধুর বাণী ।
ভেদ জ্ঞান আর করিও না দেবি,
ইংলণ্ড ভারত সন্তান মাঝে,
শ্বেত কৃষ্ণে শোভা দেখ গো নয়নে
মস্তকের কেশে , নীরদ সাজে ;
এ শাদা কাগজ ঘোষণা পত্রের
কে পড়িত আজ , (নিকষে রেখা)
কালীর অক্ষরে যদি না থাকিত
' ভারত ঈশ্বরী ' উপাধি লেখা ।

(২৫)

সমতা না হলে লোকেতে বলিবে
গেছে মণি মুক্তা স্বাধীনতা ধন,
কোহিনুর রত্ন নে গেছে কাড়িয়া

প্রত্ন পুথী পঞ্জী করেছে হরণ,
যাহা ছিল বাকি ধ্যান ধৃতি পূজা
যোগ যাগ তাও আরম্ভ দিল,
রাজসূয় যজ্ঞ ভারতের গর্ব্ব
এ বৃদ্ধ বয়েসে তাহাও নিল;
হবে দুর্গাপূজা ইংলণ্ডে এখন
উল্কাবতরণ নগর মাঠে
হোতা ভট্ট মোক্ষ মুলর শর্ম্মণ [জর্ম্মণ ?
বিল্ব পত্র পুষ্পে প্রভূক্ত ঠাটে
উরূপা খণ্ডেতে ইংলণ্ডের মান
ভারত না হলে হত কি এত ?
ভারতের ধনে ইংলণ্ড যে ধনী
তারি কোহিনূর লণ্ডনে নীত।
অবিলম্বে তার সন্তান সকলে
ধনে মানে জ্ঞানে বাড়াও তবে
ইংলণ্ডের হিতে, না হলেও তার,
ভারত ভাস্বর স্বগুণে ভবে।

(২৬)

বাজিল ডিণ্ডিম আনক মাদল
শানাচ পিনাক দর্দ্দুর আর,
উড়িল নিশান নীলাম্বরে ঝিশি
স্কন্ধাবার হল যমুনা পার;
বিদায়ী কামান ঘোর গরজনে

গরজিল ঘন আগুন মুখে;
পূর্ণ রাজস্থয় দিল্লী দরবার
রাজা গণ ঘরে চলিল স্থখে ;
যমুনা সিনানি কর্ণীরথে চড়ি
কে যায় চলিয়া দেখিতে পাই ?
অহো ! বরদার—(রাও মলহর !)—
নব রাজ মাতা যমুনা বাই ,
হায় মলহর ! কোথা মলহর ?
মলহর নাম দিল্লীতে নাই ,
নর্থব্রুক্ বরে, মলহর বধে,
আজ ভাগ্যবতী যমুনা বাই ;
তেমন স্বাধীন তেমন তেজস্বী
তেমন প্রতাপী নৃপতী কোথা ?
যাঁর বলদর্পে কুম্পিত হইয়া
রক্ষ রাজ-দূত খাইল মাথা ।
যজ্ঞাগ্নি নিবিল ; ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ
পাইল দ্রবিন ; বন্ধন খোলে
মুক্তি পেল বন্দী ; সারা নিশি জাগি
ঘুমাইলা দিল্লী শান্তির কোলে ॥

সমাপ্ত